بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের টিলফোডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে হুনায়নের যুদ্ধাভিযানের অবশিষ্টাংশ এবং আরো কয়েকটি গযওয়া ও সারিয়্যার ঘটনা তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তাআ'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধ সম্পর্কে যে আলোচনা চলছিল তার পরবর্তী বিবরণ হলো, হুনায়েনের যুদ্ধেও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ফিরিশ্তা অবতরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা তওবার ২৬ নাম্বার আয়াত পাঠ করেন,

ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلٰى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

অর্থ: **অতঃপর আল্লাহ্ তার রসূলের প্রতি এবং মু'মিনদের প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তিনি এমন সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না আর তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন যারা অস্বীকার করেছিল, বস্তুত অবিশ্বাসীদের প্রতিফল এমনচিই হয়ে থাকে।**

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, ফিরিশ্তা অবতরণের বিষয়ে জীবনীকার ও তফসীরকারকগণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। একদিকে বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসের আলোকে এটি প্রমাণিত যে, ফিরিশ্তারা সরাসরি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আবার অনেকে মনে করেন, ফিরিশ্তার অবতরণ মু'মিনদের হৃদয়ে প্রশান্তি দানের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে একটি আপত্তি এভাবেও করা হয়ে থাকে যে, সাহায্যের জন্য তো একজন ফিরিশ্তাই যথেষ্ট ছিল, পাঁচ হাজার ফিরিশ্তা অবতরণের কী প্রয়োজন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **কুরআনে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিশ্তার সাহায্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেন মুমিনদের হৃদয় প্রশান্ত হয় আর ভীতি সৃষ্টি না হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন, পাঁচ হাজার ফিরিশ্তার মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করা হবে। এটি এ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে যেন মু'মিনরা সাহস পায়।** হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ফিরিশ্তার উল্লেখ এ কারণে করা হয়েছে যেন সত্যস্বপ্ন বা দিব্যদর্শনে এ সুসংবাদ পেয়ে সাহাবীদের সাহস বা মনোবল বৃদ্ধি পায়, নতুবা এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, খোদা তা'লার সাহায্য আসন্ন। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন শত্রুপক্ষের তির নিক্ষেপের কারণে মুসলমানরা পিছু হটছিল তখন মহানবী (সা.) বলেছিলেন, **আমি আল্লাহ্র নবী, যিনি মিথ্যাবাদী নন আর আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর,** অতএব আমি কীভাবে পিছু হটতে পারি? মহানবী (সা.) যখন এ কথা বলেন যে, আমি খোদার জন্য মরতেও প্রস্তুত তখন ফিরিশ্তাদের সাহায্য এসে যায় আর তারা বলে, আমরা আপনাকে মরতে দেব না। এভাবে হুনায়েনের পরাজয় জয়ে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

শত্রুদের পরাজয় এবং পালিয়ে যাওযার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন দোয়া করে এক মুষ্টি পাথর নিক্ষেপ করেন তখন ঐশী নিয়তি অনুযায়ী বনু হাওয়াযিন গোত্র ভয় পায় এবং আওতাস অভিমুখে পালাতে আরম্ভ করে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে তাদের অনেক লোক নিহত হয় এবং সহস্র বন্দি মুসলমানদের হস্তগত হয়। বনু হাওয়াযিনের পলায়নের পর বনু সাকীফের লোকেরা সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে লড়াই করতে থাকে। তখন তাদের ৭০ জনকে মুসলমানরা হত্যা করে। পরিশেষে তাদের শেষ পতাকাবাহী উসমান বিন আব্দুল্লাহ্ নিহত হওয়ার পর তারাও পলায়ন করে।

এ যুদ্ধে চারজন সাহাবী (রা.) শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেন। তাদের নাম হলো, **আয়মান বিন উবায়েদ (রা.), সুরাকা বিন হারেস (রা.), ইয়াযিদ বিন যামআ (রা.) এবং হযরত আবু আমের (রা.)**। কাফিররা পরাস্ত হওয়ার পর মহানবী (সা.) লোকদের মাঝে হাটছিলেন আর বলছিলেন, কে আমাকে খালেদ বিন ওয়ালীদের কাছে পৌঁছে দেবে? তিনি (সা.) যখন তার কাছে পৌঁছেন তখন দেখেন, খালেদ উটের কুঁজের সাথে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। তিনি (সা.) তার সাথে বসেন এবং আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে মুখের লালা লাগিয়ে দেন আর এভাবে খালেদ (রা.) সুস্থ হয়ে যান। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.)ও এ যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে মুসলমানরা যখন কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলেন তখন কিছু লোক মক্কায় গিয়ে এ সংবাদ প্রচার করে যে, মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে। এ সংবাদ শুনে মক্কার মুনাফিকরা অনেক আনন্দিত হয় আর বলতে থাকে, এখন আরববাসী নিজেদের পিতৃপুরুষের ধর্মে ফিরে যাবে। যাহোক পরবর্তীতে কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলমানরা জয় লাভ করে আর এ বিজয়ের সংবাদও তাদের কাছে পৌঁছে যায়।

হুযূর (আই.) বলেন, মক্কাবিজয়ের অব্যবহিত পূর্বের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তির সালাম প্রদানের পরও **মাহাল্লিম বিন জাসামা (রা.)** তাকে হত্যা করেছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হুনায়েনের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) যখন তায়েফের যুদ্ধাভিযানে যাত্রা করছিলেন এমন সময় **উয়ায়না বিন হিসান** নিহত ব্যক্তির রক্তপণ দাবি করতে থাকে। মহানবী (সা.) তাকে তৎক্ষণাৎ ৫০টি উট প্রদান করেন এবং মদীনায় গিয়ে আরো ৫০টি উট প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন। মহানবী (সা.)-এর কথায় **মাহাল্লিম** অনুশোচনা বোধ করেন, তওবা করেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখন তিনি (সা.) পরপর দুইবার বলেন, **হে আল্লাহ্! তুমি মাহাল্লিমকে ক্ষমা কোরো না। তারপরও মাহাল্লিম ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকলে তিনি (সা.) তাকে দূরে সরে যেতে বলেন।** এক বর্ণনানুযায়ী পরে তিনি (সা.) তার ক্ষমার জন্য দোয়াও করেন।

এরপর **সারিয়্যা আওতাসের ঘটনা** বর্ণিত হয়েছে, হুনায়েনের যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে শত্রুরা নিকটবর্তী একটি গ্রাম আওতাসে পালিয়ে গিয়েছিল। বনু হাওয়াযিন গোত্র পালিয়ে গেলে তাদের পরিবার ও অন্যান্য সম্পদ মালে গণিমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়। মহানবী (সা.) সকল যুদ্ধবন্দি এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হযরত মাসঊদ বিন আমর গিফারী (রা.)-র তত্ত্বাবধানে **জিরানা** অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং (তিনি) স্বয়ং পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে তায়েফ অভিমুখে যাত্রা করেন। আর **হযরত আবু আমের আশআরী (রা.) যার নাম উবায়েদ বিন সুলায়েম** ছিল তার নেতৃত্বে একটি সেনাদল আওতাস (উপত্যকা) অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেই সেনাদলে হযরত আবু মূসা আল আশআরী (রা.) এবং হযরত সালমা বিন আকওয়া (রা.)ও ছিলেন। শত্রুপক্ষে বিখ্যাত ১০জন ভাই ছিল। সেই ১০ ভাই মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানায়। আবু আমর (রা.) তাদের ১০ ভাইকেই ইসলামের দাওয়াত দেন, কিন্তু তারা যথাক্রমে ৯ ভাই ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় আর তাই তাদেরকে মল্লযুদ্ধে হত্যা করা হয়। এরপর দশম ভাই শঠতার আশ্রয় নিয়ে ইসলামগ্রহণের কথা বলে আবু আমর (রা.)-কে শহীদ করেছিল। তবে কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী দশম ভাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এরপর মুসলমানরা শত্রুদের পরাজিত করে আর তাদের অধিকাংশ সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আবু মূসা আশআরী (রা.) সেখান থেকে মালে গণিমত ও বন্দিদের নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন।

এরপর **সারিয়্যা তোফায়েল বিন আমর দোসী যা যুল কিফায়েন** নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। ৮ম হিজরীর শওয়াল মাসে মহানবী (সা.) তোফায়েল দোসীকে যুল কিফায়েন নামক

মূর্তি ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত তোফায়েল ৪০০ যোদ্ধা নিয়ে সেখানে যান এবং কাষ্টখণ্ড দিয়ে তৈরী মূর্তি ভেঙ্গে পুড়িয়ে ফেলেন।

অতঃপর **গযওয়ায়ে তায়েফ** যা ৮ম হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। তায়েফ শক্তিশালী এলাকা ছিল, কেননা এর চতুর্দিকে সুরক্ষার জন্য প্রাচীর ছিল। এখানকার লোকেরা যুদ্ধবাজ ছিল। মহানবী (সা.) প্রথমে হযরত খালেদ (রা.)-র নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন যিনি তাদের সাথে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা তাতে সম্মত হয় নি। এরপর তিনি (সা.) নিজেও তায়েফের দিকে অগ্রসর হন। দূর্গের ভেতর থেকে কাফিররা প্রথমে তির নিক্ষেপ করে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে। মহানবী (সা.) প্রথমে এক স্থানে শিবির স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সাহাবীরা মহানবী (সা.)-কে স্থান পরিবর্তন করতে বললে তিনি অন্যত্র শিবির স্থাপন করেন। এরপর উভয়পক্ষে তির নিক্ষেপ চলতে থাকে। মুসলমানরা তির নিক্ষেপের মাধ্যমে দূর্গের মাঝে কিছুটা গর্ত তৈরি করতে সক্ষম হলেও কাফিররা সেখানে তপ্ত লোহা নিক্ষেপ করায় তাতে আগুন ধরে যায়, ফলে সেখান দিয়ে আর প্রবেশের সুযোগ হয় নি।

এমতাবস্থায় তিনি (সা.) পাথর নিক্ষেপকারী কামান ব্যবহার করে তায়েফবাসীদের ওপর বড়ো বড়ো পাথর নিক্ষেপ করেন। এ সময় মহানবী (সা.) তায়েফবাসীর আঙ্গুরের বাগানও জ্বালিয়ে দিতে বলেন। হুযূর (আই.) বলেন, আমার মতে এটি সর্বশেষ পদ্ধতি ছিল যার মাধ্যমে তাদেরকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কেননা, পরবর্তীতে এ রীতি মনসূখ করে দেয়া হয়েছিল। মুসলমানরা প্রায় ১৫দিন এ যুদ্ধ করতে থাকে। কিন্তু হুনায়েনের পরাজয়ের ভয় তাদের হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। তাই তারা দূর্গের ভেতর থেকেই লড়াই করতে থাকে। একবার খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বের হয়ে বনু সাকীফের যোদ্ধাদের চ্যালেঞ্জ করেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানান, কিন্তু বারবার আহ্বান জানানোর পরও তাদের কেউ বাইরে বের হয় নি। তাদের নেতা আব্দে ইয়ালিল হযরত খালেদ (রা.)-কে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, আমাদের মাঝে কেউ তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসবে না, আমরা আমাদের দূর্গে সুরক্ষিত আর এক বছরের জন্য আমাদের সাথে খাবার রসদ রয়েছে। হুযূর (আই.) বলেন, এর অবশিষ্ট বিবরণ আগামীতে অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

এরপর হুযূর (আই.) দু'জন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন। যাদের মাঝে প্রথম জন হলেন, মরহুম জনাব ডাক্তার সৈয়দ শিহাব আহমদ সাহেব যিনি ভারতের অধিবাসী, সম্প্রতি কানাডায় বসবাস করছিলেন এবং কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হচ্ছে লাহোর নিবাসী মুবারক খোখ্খর সাহেবের যিনি সম্প্রতি পূর্বে ৮১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। হুযূর (আই.) তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)